বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক মুদ্রা
Foreign Exchange and foreign Currency

ইউনিট ৮

ভূমিকা

বিদেশ থেকে পণ্যসামগ্রী আমদানী করলে এর মূল্য বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। কারণ আমাদের দেশের মুদ্রা বিদেশে চলে না। তাই বিদেশী ব্যবসায়ীরা গ্রহণযোগ্য বিদেশী মুদ্রা ব্যতীত আমাদের দেশে প্রচলিত 'টাকা' গ্রহণ করে না। আবার আমরা বিদেশে পণ্য রপ্তানী করলেও বিদেশী মুদ্রাতেই এর মূল্য গ্রহণ করি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমদানী ও রপ্তানী উভয় প্রকার বাণিজ্যেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের গুরুত্ব রয়েছে। এক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ করতে হয় এবং অবশেষে যথোপযুক্ত মাধ্যমে তা প্রেরণ করতে হয়। এই প্রক্রিয়া যে দেশে যতো সহজ সেই দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতি ততো অনুকূল। এ ইউনিট থেকে আপনি উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হতে পারবেন।

এ ইউনিটে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ পদ্ধতি, বিদেশে অর্থ প্রেরণ এবং অর্থ প্রেরণ পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ : ধারণা ও বিনিময় হার নির্ধারণ
পাঠ-৮.২ : বিদেশে অর্থ প্রেরণ
পাঠ-৮.৩ : ফ্যাকরিং এবং ফোরফেইটিং
পাঠ-৮.৪ : বৈদেশিক বিনিময় পদ্ধতি

মুখ্য শব্দমালা	ফ্যাকরিং, ফোরফ্যাইটিং, বিনিময় পদ্ধতি।

পাঠ-৮.১ বৈদেশিক বিনিময় সম্পর্কিত ধারণা ও বিনিময় হার নির্ধারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদেশিক বিনিময়ের ধারণা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈদেশিক বিনিময়ের হার নির্ধারণ করতে পারবেন।

বৈদেশিক বিনিময়

বৈদেশিক বিনিময় বলতে আমরা সাধারণতঃ বৈদেশিক মুদ্রাকে বুঝে থাকি। বিদেশ হতে যে মুদ্রা আহরণ করা হয় বা উপার্জন করা হয়, তা-ই বৈদেশিক মুদ্রা নামে পরিচিত। নিজের দেশের মুদ্রা ছাড়া সব মুদ্রাই বৈদেশিক মুদ্রা। যেমন- ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রা বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা। তবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বৈদেশিক বিনিময় বলতে দেশি ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হারকেও বুঝায়। আমাদের দেশের এক টাকা দিয়ে বিদেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করা হয় তাই বিনিময় হার। কোন দেশের মুদ্রার অধিকার অন্য দেশের মুদ্রার অধিকারে রূপান্তরিত করার উপায় ও পদ্ধতি বৈদেশিক বিনিময় নামে অভিহিত। H. E. Evist এ অর্থেই বৈদেশিক বিনিময়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন– "The means and methods by which rights to wealth expressed in terms of the currency of one country are converted into rights to wealth in terms of the currency of another country are known as foreign exchange."

বৈদেশিক বিনিময় মোটামুটিভাবে চারটি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত:

(ক) এটি বিদেশ হতে অর্জিত মুদ্রার সমষ্টি;

(খ) এটি দেশী মুদ্রার সাথে বিদেশী মুদ্রার বিনিময়;

(গ) এটি বিদেশে অর্থপ্রেরণের পদ্ধতিসমূহের সমাহার; এবং

(ঘ) এটি বিদেশী পাওনা নিষ্পত্তির পন্থভ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিময়ের গুরুত্ব

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বিনিময়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। নিম্নোক্ত কারণে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব অনস্বীকার্যঃ

১. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ঃ** বিদেশ হতে পণ্যসামগ্রী আমদানী করলে এর মূল্য বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয়। কারণ আমাদের দেশের মুদ্রা বিদেশে চলে না। তাই বিদেশী ব্যবসায়ীরা গ্রহণযোগ্য বিদেশী মুদ্রা ব্যতীত আমাদের দেশে প্রচলিত 'টাকা' গ্রহণ করে না। আবার আমরা বিদেশে পণ্য রপ্তানী করলেও বিদেশী মুদ্রাতেই এর মূল্য গ্রহণ করি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, আমদানী ও রপ্তানী উভয় প্রকার বাণিজ্যেই বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ের গুরুত্ব রয়েছে।

২. **বিদেশী অর্থ প্রাপ্তি ঃ** বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ বিধায় একে বিভিন্ন দেশ হতে ঋণ, অনুদান ও অন্যান্য খাতে অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এ অর্থ বিদেশী মুদ্রাতেই গ্রহণ করা হয়। ফলে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পায় যা দ্বারা বিদেশ হতে প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানী করতে পারি।

৩. **আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ঃ** বাংলাদেশ সরকার অন্য কোন দেশে শিল্প বা অন্যান্য খাতে বিনিয়োগ করতে চাইলে তা বিদেশী মুদ্রাতেই (যথা: ডলারে বা পাউণ্ডে) করতে হবে। আবার বিদেশীরা আমাদের এখানে বিনিয়োগ করলে বিদেশী মুদ্রাতেই তা করবে। আমাদের দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির সহায়ক।

৪. **লভ্যাংশ গ্রহণ বা প্রদান ঃ** আমাদের সরকার বা কোন বেসরকারী ব্যক্তি/সংস্থা বিদেশে বিনিয়োগ করলে সে বিনিয়োগ হতে লভ্যাংশ বিদেশী মুদ্রায় গ্রহণ করে থাকে। অনুরূপভাবে বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকেও বিদেশী মুদ্রায় লভ্যাংশ প্রদান করতে হয়।

৫. **অন্যান্য লেনদেন ঃ** উপরে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়াও যদি অন্য কোন প্রকার লেনদেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পাদিত হয়, তাহলে সে লেনদেনের নিষ্পত্তি বৈদেশিক মুদ্রাতেই সম্পন্ন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বীমার অর্থ বা বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্রদের বৃত্তি বিদেশী মুদ্রাতেই প্রেরণ করতে হয়।

বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে কী বোঝায়?

কোন দেশের এক একক মুদ্রা অন্য একটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা বা স্বর্ণ ক্রয় করতে সক্ষম, তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি দেশের মুদ্রার যত সংখ্যক একক দ্বারা অন্য দেশের মুদ্রার যত সংখ্যক একক বিনিময় করা যায়, সেটিই বিনিময় হার। H. E. Evist এর মতে "The rate of exchange is the price of one currency in terms of another." অর্থাৎ এক দেশের মুদ্রার পরিপ্রেক্ষিতে আরেক দেশের মুদ্রার মূল্যকে বিনিময় হার বলা হয়। অনুরূপভাবে R. N. Stern নিম্নোক্ত উপায়ে বৈদেশিক বিনিময় হারের সংজ্ঞা দিয়েছেন: A foreign exchange rate is measured typically as the number of units of a given currency that exchange for a unit of some other currency." দেশীয় মুদ্রাকে যে অনুপাতে বিদেশী মুদ্রার সাথে বিনিময় করা যায় সেই অনুপাতকেই বিনিময় হার বলে। সোজা কথায় বৈদেশিক বিনিময় হার বলতে আমরা সেই হারকেই বুঝে থাকি যে হারে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। আরও সোজা কথায়, এক দেশের মুদ্রার সাথে আরেক দেশের মুদ্রার মূল্যানুপাতকে বিনিময় হার বলা হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার দেশীয় মুদ্রায়ও প্রকাশ করা যায়। আমাদের দেশে যদি ৮৫ টাকায় ১ ডলার কেনা যায় তাহলে বিনিময় হারকে আমরা দুইভাবে প্রকাশ করতে পারি। আমরা বলতে পারি যে, ৮৫ টাকা সমান এক ডলার অথবা, ১ ডলার সমান ৮৫ টাকা কিংবা ১ টাকা=১/৮৫ ডলার। আমাদের দেশে বিনিময় হার দুই প্রকারে স্থির করা হয়। প্রথমতঃ টাকার অনুপাতে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী মুদ্রার অনুপাতে টাকার বিনিময় হার। উদাহরণস্বরূপ, পাউণ্ড-স্টার্লিং এর অনুপাতে টাকার হার স্থির করা হলে বিনিময় হারকে স্টার্লিং-এর হার বলা হয়। অনুরূপভাবে টাকার অনুপাতে "স্টার্লিং-এর হার" স্থির করা হলে বিনিময় হারকে "টাকার হার" বলা হয়।

বিভিন্ন প্রকার বৈদেশিক বিনিময় হার

বৈদেশিক বিনিময় হার প্রধানতঃ দুই প্রকারঃ যথা- (১) সরকারি বিনিময় হার ও (২) বাজার বিনিময় হার। বিভিন্ন দেশের সরকার নিজেরা বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে চুক্তি সম্পাদন করলে সেই নির্ধারিত চুক্তিবদ্ধ হারকে 'সরকারি বিনিময় হার' বলে। সরকারি বিনিময় হার পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে আবার নতুন করে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। পক্ষান্তরে, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের আন্তঃক্রিয়ার ফলে যে হার নির্ধারিত হয় তাকে 'বাজার হার' বলা হয়। সরকারি হারের তুলনায় বাজার হার অনেক সময় কম-বেশি হয়ে থাকে। বাজার-হার সদা পরিবর্তনশীল। দেশের অভ্যন্তরস্থিত বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে কোন বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সরবরাহের তুলনায় কম হলে বিনিময় হার বেশি হয় এবং বিপরীতক্রমে সরবরাহ চাহিদার তুলনায় অধিক হলে বিনিময় হার কম হয়।

বৈদেশিক বিনিময় হার সরকারি কিংবা বাজার হার যা-ই হোক না কেন, একে আবার পাঁচটি উপশ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

ক. **ক্রয়-বিক্রয় হার ঃ** বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে হারে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করে তাকে বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় হার এবং যে হারে বিক্রয় করে তাকে বিক্রয় হার বলে। সাধারণতঃ ব্যাংকের ক্রয় হারের চেয়ে বিক্রয় হার বেশি হয়।

খ. **নগদ হার ঃ** বৈদেশিক বিনিময়ের দলিল ক্রয়-বিক্রয়কালে যদি সাথে সাথে সরবরাহ করা হয়, তাহলে তখনকার বিরাজমান বিনিময় হারকে নগদ হার বা বলে।

গ. **ভবিষ্যত হার ঃ** যে হারে বৈদেশিক বিনিময়ের দলিল ভবিষ্যতে সরবরাহ করার অঙ্গীকারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে ভবিষ্যত হার বলে।

ঘ. **তলবী হার ঃ** বৈদেশিক বিনিময় দলিল আদিষ্টের নিকট উপস্থাপিত হওয়ামাত্র পরিশোধযোগ্য হলে সেগুলো ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় বা বিক্রয় করার সময় অল্প পরিমাণে বাট্টা দাবি করে থাকে। এই বাট্টার উপর ভিত্তি করে বিনিময়ের হার স্থির করা হলে তাকে তলবী হার বলে।

ঙ. **মেয়াদী হার ঃ** কতিপয় বৈদেশিক বিনিময় দলিল মেয়াদান্তে পরিশোধ্য হয়। এইসব দলিল যে হারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে মেয়াদী হার বলে।

বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারণ করা হয়

বিনিময় হার অনুসারে দুই দেশের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য বিভিন্ন রকম হয়। তাই মুদ্রার মান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পন্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থার পার্থক্য অনুযায়ী বিনিময় হার নির্ধারণেও তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 'স্বর্ণমান ব্যবস্থায়' যেভাবে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়, 'কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায়' ঠিক সেভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় না। নিম্নে উভয় প্রকার ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ ঃ** স্বর্ণমান ব্যবস্থায় যে পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় তা 'মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব' নামে পরিচিত। স্বর্ণমান ব্যবস্থা অনুসরণকারী দেশগুলো তাদের মুদ্রা নির্দিষ্ট স্বর্ণমানের সাথে সম্পর্কযুক্ত রাখে। এ দেশগুলোর স্বর্ণমানের উপর ভিত্তি করে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি রাশিয়ায় এক আউন্স স্বর্ণের মূল্য ১০০ রুবল এবং বৃটেনে এক আউন্স স্বর্ণের মূল ২৫ পাউণ্ড হয়, তাহলে ১০০ রুবল=২৫ পাউণ্ড হবে। অর্থাৎ রুবল ও পাউণ্ডের বিনিময় হার ১০০ঃ২৫। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় একটি 'নির্দিষ্ট পরিধির' মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহ দ্বারা বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। উক্ত 'পরিধি' স্বর্ণের রপ্তানী ও আমদানীর পরিমাণ দ্বারা স্থির করা হয়। স্বর্ণের রপ্তানী বিন্দু ও আমদানী বিন্দুর দ্বারা স্থিরকৃত সীমার মধ্যে বিনিময় হার উঠা-নামা করে।

২. **অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রণ ব্যবস্থা ঃ** যে সমস্ত দেশে কাগজী মুদ্রা প্রচলিত সেই সকল দেশে বিনিময় হার নির্ধারণ করার জন্য দুটি প্রখ্যাত তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়। নিম্নে এই তত্ত্ব দু'টি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(ক) সুইডেনের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুস্টাভ ক্যাসেল ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের জনক। অপরিবর্তনযোগ্য কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হার নির্ধারণ করার কলা-কৌশল সম্পর্কে তিনি এই তত্ত্বে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সংশ্লিষ্ট দেশের মূল্যস্তরের উপর বিনিময় হার নির্ভরশীল।

এই তত্ত্ব বা মতবাদ অনুসারে দুই দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময় হার ঠিক করা হয়। মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা বাহ্যিক ক্রয় ক্ষমতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা দ্রব্যমূল্য দ্বারা নির্ণয় করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করি, 'ক' নামক একটি দ্রব্যের ৫ কেজি পরিমাণ জিনিস আমরা ৭০ টাকা দিয়ে ক্রয় করতে পারি এবং ঠিক একই দ্রব্যের একই পরিমাণ জিনিস আমেরিকায় ১ ডলারে ক্রয় করা যায়। এমতাবস্থায় ডলার ও টাকার বিনিময় হার হবে ১ ডলার=৭০ টাকা। কারণ ১ ডলারের ক্রয় ক্ষমতা ৭০ টাকার ক্রয় ক্ষমতার সমান।

এ তত্ত্ব অনুযায়ী মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে বিনিময় হার বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেলে (অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে) বিনিময় হারও হ্রাস পায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি এ তত্ত্বের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

অনেকে এই মতবাদের অনেক রকম সমালোচনা করেছেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে যে, বিনিময় হারের উপর ক্রয়-ক্ষমতার সুনির্দিষ্ট প্রভাব রয়েছে।

(খ) **বাণিজ্য উদ্বৃত্ত তত্ত্ব ঃ** বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত তত্ত্ব অনুসারে দুই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার তাদের পারস্পরিক চাহিদা ও যোগান অনুযায়ী স্থির করা হয়। এক দেশের মুদ্রার মূল্যের সাথে আরেক দেশের মুদ্রার মূল্যের তুলনা করা হয় এবং তদনুযায়ী বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়। তাই অন্যান্য জিনিসের মূল্যের মত মুদ্রার মূল্যও চাহিদা এবং যোগানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ভিত্তিতে ঠিক করা হয়। কোন দেশের মুদ্রার চাহিদা সে দেশের দ্রব্য ও সেবার রপ্তানী এবং বিদেশ থেকে প্রাপ্ত ঋণ ও অগ্রিমের উপর নির্ভর করে। তেমনি দ্রব্য ও সেবার আমদানী এবং অন্য দেশ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের উপর মুদ্রার সরবরাহ নির্ভরশীল।

উপরের আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, যে হারে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে দেশীয় মুদ্রা দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়, তাকেই বৈদেশিক বিনিময় হার বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, দেশীয় মুদ্রার সাথে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যানুপাতই হলো বৈদেশিক বিনিময় হার। বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা যায় না।

বিনিময় হারের উঠানামার কারণসমূহ

বৈদেশিক বিনিময় হারের উঠানামা বা পরিবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত কারণগুলো দায়ী:

১. **ব্যবসায়িক অবস্থার পরিবর্তন ঃ** আমদানী রপ্তানীর পরিমাণের সাথে বিনিময় হারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বেশি হলে মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিনিময় হারও সে দেশের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়। আর আমদানীর পরিমাণ রপ্তানীর পরিমাণ অপেক্ষা বেশি হলে বিপরীত ফল ঘটে থাকে। অর্থাৎ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে বিনিময় হার সেদেশের প্রতিকূলে পরিবর্তিত হয়।

২. **মূলধনের গতিবিধি ঃ** সম্পদশালী জাতিসমূহ গরীব দেশসমূহকে আর্থিক সাহায্য ও সুবিধাদি প্রদান করে থাকে যা সর্বজনবিদিত। ঋণ ও খয়রাতি সাহায্যের মারফত এক জাতি আরেক জাতিকে সাহায্য করে থাকে। এরূপ সাহায্যের মাধ্যমে মূলধন স্থানান্তরিত হয়। মূলধনের এরূপ স্থানান্তরের ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তন হয়। যে দেশ ঋণ ও খয়রাতি সাহায্য পায়, বিনিময় হার সে দেশের অনুকূলে এবং সাহায্যকারী দেশের প্রতিকূলে যায়।

৩. **শেয়ার বাজারের প্রভাব ঃ** বিদেশী ঋণ ও তার সুদ পরিশোধকালে এবং বিদেশী সিকিউরিটি খরিদ করার সময় বিনিময় হারের উপর এর প্রভাব পড়ে। সে সময় বিদেশী মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিময় হারও বিদেশের অনুকূলে যায়।

৪. **ব্যাংক নীতি ঃ** ব্যাংক-হার বৃদ্ধির করা হলে রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। ফলে বিদেশ হতে মূলধনের আগমন ঘটে। যে দেশের ব্যাংক-হার বৃদ্ধি পায় সে দেশের মুদ্রার চাহিদাও বিদেশে বৃদ্ধি পায়। ব্যাংক-হার কম হলে আমদানী বৃদ্ধি পায় এবং দেশের ভেতর হতে বিদেশে মূলধন চলে যায়। এর পরিণতিস্বরূপ দেশে মুদ্রার চাহিদা কমে যায় এবং বিনিময় হার প্রতিকূলে পরিবর্তিত হয়।

   ব্যাংক ড্রাফ্ট ক্রয়-বিক্রয় এবং পর্যটক চেক ইস্যুর ফলেও বিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটে। কারণ বিদেশে ড্রাফ্ট বা পর্যটক চেক ভাঙ্গানো না হলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদা তদনুপাতে বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিময় হার বিদেশের অনুকূলে এবং নিজ দেশের প্রতিকূলে যায়। নিজের দেশে বিদেশ থেকে ইস্যুকৃত ড্রাফ্ট বা পর্যটক চেক ভাঙ্গানো হলে বিপরীত অবস্থা ঘটে।

৫. **মুদ্রার অবস্থা ঃ** মুদ্রার অপচয় ঘটলে তা দেশের বাইরে চলে যেতে পারে এবং এমতাবস্থায় বিদেশ হতে দেশের ভেতরে মূলধনের আগমন ঘটে না। তাই বিনিময় হারের অবনতি ঘটে। মুদ্রার মূল্যের উন্নতি হলে বিপরীত ফল পাওয়া যায়।

৬. **আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ঃ** দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপন্ন হলে তা বিনিময় হারের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। কারণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব দেখা দিলে বিদেশ হতে পুঁজির আমদানী হ্রাস পায়। উপরন্তু দেশ হতে বিদেশে মূলধন পাচার হয়ে যায়।

৭. **সরকারি নীতি ঃ** কোন দেশের সরকার প্রয়োজন মনে করলে অন্যান্য দেশের মুদ্রার সাথে নিজ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন করতে পারে। সরকারি নীতি অনুযায়ী বিনিময় হার বাড়তেও পারে, কমতেও পারে।

৮. **বৈদেশিক মুদ্রার ফটকা ব্যবসায় ঃ** দেশের অভ্যন্তরে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক মুদ্রার অবাঞ্ছিত ফটকা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হলে, তাদের এরূপ কার্যকলাপ বৈদেশিক বিনিময় হারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ফটকা ব্যবসায়ের গতি-প্রকৃতির ভিত্তিতে বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

৯. **মূল্যস্তরের তারতম্য ঃ** দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ মূল্যস্তরে পার্থক্য বিরাজ করলে কিংবা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে উভয় দেশেরই বিনিময় হার প্রভাবিত হয়। মূল্যস্তরের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিনিময় হারেরও পরিবর্তন ঘটে।

১০. **শিল্পোন্নয়নের পরিবেশ ঃ** কোন দেশে শিল্প-কারখানার বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনা উজ্জ্বল থাকলে বিদেশী পুঁজিপতিরা সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসে। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সমাগম হয়। ফলশ্রুতিস্বরূপ, বিনিময় হার দেশের অনুকূলে যায়।

১১. **প্রাকৃতিক অবস্থা ঃ** অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও অনেক দৈব-সৃষ্ট কারণ রয়েছে যার দরুন বিনিময় হার উঠানামা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস বা বন্যা-মহামারীর কারণে দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে বিনিময় হার দেশের প্রতিকূলে চলে যায়।

১২. **আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ ঃ** এক দেশের সাথে অন্য দেশের যুদ্ধ বাধলে কিংবা দু' দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটলে উভয় দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ফলে বৈদেশিক বিনিময় হারের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঘোলাটে আবহাওয়ার সৃষ্টি হলেও এরূপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

১৩. **অন্যান্য কারণ ঃ** উপরে উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও আরও অনেক আর্থিক কিংবা অনার্থিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে যাকে বিনিময় হারের উঠানামার জন্য দায়ী করা যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিময় হার অধিক হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে মুদ্রা সরবরাহের মারাত্মক আধিক্য, বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস ও আমদানী বৃদ্ধি, বাংলাদেশী মুদ্রার চাহিদায় ঘাটতি ও বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক গোলযোগ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব অন্যতম।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিনিময় হারের উঠানামার কারণগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

আমাদের দেশের এক টাকা দিয়ে বিদেশের যে পরিমাণ মুদ্রা ক্রয় করা হয় তাই বিমিয় হার। কোন দেশের মুদ্রার অধিকার অন্য দেশের মুদ্রার অধিকারে রূপান্তরিত করার উপায় ও পদ্ধতি বৈদেশিক বিনিময় নামে অভিহিত। কোন দেশের এক একক মুদ্রা অন্য একটি দেশের যে পরিমাণ মুদ্রা বা স্বর্ণ ক্রয় করতে সক্ষম তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি দেশের মুদ্রার যত সংখ্যক একক দ্বারা অন্য দেশের মুদ্রার যত সংখ্যক একক বিনিময় করা যায় তাই বিনিময় হার। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় যে পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয় তা 'মিন্ট প্যারিটি তত্ত্ব' নামে পরিচিত। আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর পরিমাণ বেশি হলে মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং বিনিময় হারও সে দেশের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বহনপত্র কে প্রস্তুত করে?
   ক. আমদানিকারক খ. রফতানিকারক
   গ. জাহাজ কর্তৃপক্ষ ঘ. ব্যাংক

২. বহনপত্রে কার স্বাক্ষর থাকে?
   ক. জাহাজের ক্যাপ্টেন খ. বন্দর কর্তৃপক্ষ
   গ. রফতানিকারক ঘ. আমদানিকারক

৩. চালানপত্র কে প্রস্তুত করে?
ক. জাহাজ কর্তৃপক্ষ খ. রফতানিকারক
গ. আমদানি কারক ঘ. বন্দর কর্তৃপক্ষ

৪. প্রভবলেখ কে প্রস্তুত করে?
ক. রফতানিকারক খ. আমদানিকারক
গ. সরকার ঘ. বিমা কোম্পানি

৫. বৈদেশিক বাণিজ্যে কোনটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়?
ক. পে-অর্ডার খ. প্রত্যয় পত্র
গ. ব্যাংক ড্রাফট ঘ. প্রতিশ্রুতি পত্র

৬. বৈদেশিক বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট হচ্ছে-
ক. মুদ্রা হার খ. লেনদেন হার
গ. বিনিময় হার ঘ. সরকারি হার

৭. প্রত্যয়পত্রের পক্ষ নয় কোনটি?
ক. আমদান কারক খ. রফতানি কারক
গ. ব্যাংক ঘ. রপ্তানি কারক

৮. LC এর পূর্ণরূপ কী?
ক. Line of Control খ. Line of Credit
গ. Letter of Credit ঘ. Letter of comitment

৯. যে LC তে মূল্য পরিশোধের পূর্ণ আশ্বাস দেওয়া হয় তাকে কি বলে?
ক. পরিচ্ছন্ন LC খ. নিশ্চিত LC
গ. সুনির্দিষ্ট LC ঘ. লালদফা LC

১০. কোনটি পণ্য আমদানির জন্য প্রয়োজন?
ক. ভ্রমণকারীর চেক খ. ভ্রাম্যমান নোট
গ. বিনিময় বিল ঘ. প্রত্যয়পত্র

পাঠ-৮.২ বিদেশে অর্থ প্রেরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদেশিক বিনিময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধরনের দলিলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিদেশে অর্থ প্রেরণ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-রীতি উদ্ভাবিত হওয়ার পর বৈদেশিক লেনদেনের নিষ্পত্তি জটিলতর হয়ে উঠেছে। কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে লেনদেন ব্যবহারের জন্য কোন একটি নির্দিষ্ট মুদ্রা নেই। প্রত্যেক দেশেরই তার আপন মুদ্রা রয়েছে। কিন্তু অপর দেশে সে মুদ্রা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশই তার নিজস্ব মুদ্রা দ্বারা আভ্যন্তরীণ লেনদেনের নিষ্পত্তি করতে পারে কিন্তু বিদেশীদেরকে সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না। যেমন, বাংলাদেশের মুদ্রা ইংল্যান্ডে বিহিত মুদ্রা নয়– তার বিহিত মুদ্রা পাউন্ড। তাই লেনদেনের ব্যাপারে ইংল্যান্ড বাংলাদেশের মুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য নয় এবং বাংলাদেশও ইংল্যান্ডের মুদ্রা গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। এরূপ অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোন দেশের মুদ্রা সরাসরি ব্যবহার না করে যে ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়, তা "বিদেশে অর্থ প্রেরণ" নামে পরিচিত।

বিদেশ অর্থ প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

স্বর্ণ প্রত্যেক দেশে সার্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য। তাই স্বর্ণ দ্বারা আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করা যায়। কিন্তু সব রকমের বৈদেশিক লেনদেনে স্বর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এর ব্যবহার সহজসাধ্য এবং নিরাপদও নয়। এজন্য আন্তর্জাতিক লেনদেনের নিষ্পত্তির জন্য কতগুলো পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে এখন এক দেশ হতে অন্য দেশে সহজে অর্থ প্রেরণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকার একজন ব্যবসায়ী নিউইয়র্ক বা লন্ডনে অবস্থিত তার পাওনাদারকে নিম্নোক্ত পদ্ধতির সাহায্যে অর্থ প্রেরণ করতে পারে:

১. ব্যাংক ড্রাফ্ট
২. বিনিময় বিল
৩. তারযোগে অর্থ প্রেরণ
৪. ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ

১. **ব্যাংক ড্রাফ্ট ঃ** কোন বিশেষ লোককে চাওয়ামাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়ার জন্য কোন ব্যাংক কর্তৃক এর অপর শাখা বা এজেন্টকে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তাকে ব্যাংক ড্রাফ্ট বলে। দূরবর্তী স্থানে বিশেষ করে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করতে বা বিদেশী পাওনাদারদের দেনা শোধ করতে এটি খুবই কার্যকর এবং সুবিধাজনক। ড্রাফ্টের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করতে হলে প্রথমে ব্যাংকের কমিশনসহ প্রেরিতব্য টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হয়। ব্যাংক তখন যে স্থানে টাকা পাঠানো হবে সে স্থানে অবস্থিত তার শাখা বা এজেন্টকে উদ্দেশ করে একটি ড্রাফ্ট ইস্যু করবে। এ ড্রাফ্ট শাখা বা এজেন্টের নিকট হাজির করলে ড্রাফ্টে উল্লিখিত টাকা পরিশোধ করে দিবে। উল্লেখ্য, ব্যাংকে নিজের নামে হিসাব না থাকলেও যে কোন লোক ড্রাফ্টের মাধ্যমে অন্যত্র টাকা প্রেরণ করতে পারে। নিম্নোক্ত উদাহরণ হতে এক দেশ হতে অন্য দেশে অর্থ স্থানান্তরের পদ্ধতিটি আরও পরিষ্কার হবে। ধরুন, বাংলাদেশের একজন ব্যবসায়ী 'গওহর' যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে আরেকজন ব্যবসায়ী 'হিলটন'-এর নিকট কিছু অর্থ প্রেরণ করবে। গওহর ব্যাংকের কমিশনসহ নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রূপালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখার ম্যানেজারের নিকট জমা দিল। ম্যানেজার এ টাকা গ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত রূপালী ব্যাংকের শাখা কিংবা প্রতিনিধির উপর একটি ড্রাফ্ট লিখল। বাংলাদেশ হতে গওহর এ ড্রাফ্ট নিউইয়র্কের হিলটনের নিকট প্রেরণ করল। হিলটন ড্রাফ্টটি নিউইয়র্কস্থ রূপালী ব্যাংকের শাখায় বা প্রতিনিধির নিকট উপস্থাপন করলে ড্রাফ্টে উল্লিখিত পরিমাণ ডলার পাবে।

২. **বিনিময় বিল ঃ** বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। কম ঝামেলায় ও স্বল্প খরচে কোন দেনাদার বিদেশী পাওনাদারদের প্রাপ্য পরিশোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে দেনাদারকে পাওনাদার কর্তৃক প্রেরিত বিল মেনে নিতে হয়। উদাহরণের দ্বারা বিলের সাহায্যে বিদেশে অর্থ প্রেরণের প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করা যায়। মনে করি, ঢাকার একজন ব্যবসায়ী রাশেদ, ভারতের দিল্লীস্থ চৌহানের নিকট হতে মাল খরিদ করল। চৌহান তার ব্যাংকের মাধ্যমে রাশেদের নিকট মালের মূল্য বাবদ (মনে করি ১,০০০.০০ টাকা) একটি বিল পাঠাল। ব্যাংকের ঢাকাস্থ শাখা বা এজেন্ট বিলটি রাশেদের সমীপে হাজির করল। রাশেদ বিলটি মেনে নিয়ে টাকা পরিশোধ করে দিল। রাশেদ বিল পরিশোধ করলে বাংলাদেশী মুদ্রায় কিন্তু চৌহান তার প্রাপ্য পাবে ভারতীয় মুদ্রায়। এভাবে বিলের সাহায্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের নিষ্পত্তি করা যায়।

৩. **তারযোগে অর্থপ্রেরণ ঃ** টেলিগ্রাফ বা তারের মাধ্যমে খবর পাঠিয়ে বিদেশে অর্থপ্রেরণ করার পদ্ধতিকে তারযোগে অর্থপ্রেরণ বলে। ইংরেজিতে একে সংক্ষেপে টিটি বলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বিশেষ কোন ব্যক্তিকে বিশেষ পরিমাণ অর্থ প্রদান করার জন্য ব্যাংকের কোন বিদেশী শাখার নিকট তারযোগে প্রেরিত নির্দেশ 'তারযোগে অর্থপ্রেরণ' নামে পরিচিত। কোন দেনাদারের অনুরোধে ব্যাংক কমিশনের বিনিময়ে বিদেশে অবস্থিত এর শাখা বা এজেন্টকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে বিশেষ পরিমাণ অর্থ প্রদান করবার জন্য নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ তারযোগে দেয়া হলে তাকে তারযোগে অর্থপ্রেরণ পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়।

   তারযোগে বিদেশে অর্থপ্রেরণ ব্যয়সাধ্য। তাই শুধু জরুরি প্রয়োজনে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। অর্থ প্রেরণ করার জরুরি দরকার হয়ে পড়লে প্রেরক স্থানীয় ব্যাংককে অনুরোধ করে। ব্যাংক নির্দিষ্ট পাওনাদারকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়ার জন্য পাওনাদারের স্থানীয় শাখা বা এজেন্টকে তারযোগে নির্দেশ দেয়।

৪. **ডাকযোগে অর্থপ্রেরণ ঃ** এটিও প্রায় তারযোগে অর্থ প্রেরণের মত। পার্থক্য এই যে, এখানে ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশদানের জন্য 'তার' ব্যবহার না করে 'ডাক' ব্যবহার করা হয়। বিদেশী শাখা বা এজেন্টের নিকট ব্যাংক ডাকযোগে পত্রের মাধ্যমে কাউকে অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেয়। কোন বিশেষ লোককে বিশেষ পরিমাণ অর্থ দেয়ার জন্য বিদেশস্থ শাখা বা এজেন্টের নিকট ব্যাংক ডাকযোগে যে নির্দেশ পাঠায় তাকে ডাকযোগে অর্থ-প্রেরণ বলে।

   ডাকযোগে অর্থপ্রেরণ সময়সাধ্য হলেও ব্যয়সাধ্য নয়। তাই যেখানে সময়ের গুরুত্ব কম সেখানে ডাকযোগে অর্থপ্রেরণ সুবিধাজনক। দেনাদার অনুরোধ করে ডাকযোগে অর্থপ্রেরণের জন্য ব্যাংককে প্রলুব্ধ করতে পারে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও ব্যাংকের কমিশন জমা দেয়ার পর ব্যাংক বিদেশস্থ এর শাখাকে উক্ত টাকা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে (পাওনাদার) প্রদান করার নির্দেশ দেয়। এ নির্দেশ পত্রের মারফত ডাকযোগে দেয়া হয়।

   উদাহরণঃ কুমিল্লার 'ক' লন্ডনের 'খ'-এর দেনাদার। 'ক' 'খ'-এর নিকট ৫০০.০০ টাকা পাঠাবে। 'ক' কুমিল্লাস্থ সোনালী ব্যাংকে যেয়ে ৫০০.০০ টাকা ও কমিশন বাবদ কিছু টাকা জমা দিয়ে উক্ত টাকা 'খ'-এর নিকট পাঠাতে অনুরোধ জানালো। সোনালী ব্যাংক লন্ডনস্থ তার শাখাকে পত্রের মারফত নির্দেশ দিল তারা যেন খ-কে ৫০০.০০ টাকার সমমূল্যের পাউন্ড প্রদান করে। এই প্রক্রিয়া ডাকযোগে অর্থপ্রেরণ নামে খ্যাত।

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন

বাংলাদেশে ১৯৪৭ সালের "বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধি" অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলি পরিচালিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা ও সিকিউরিটির আদান-প্রদান ও কাজ-কারবার এবং কারেন্সী ও সোনা-রূপার বাঁটের আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে এ বিধি জারী করা হয়। এ আইন প্রণয়ন করার পূর্বে "ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইন, ১৯৩৯"-এর কতিপয় বিধান অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রা ও বুলিয়নের কাজ-কারবার নিয়ন্ত্রিত হতো। "বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধি" প্রকৃতপক্ষে একটি বৃটিশ আইনের (বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭) নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত আলাদা হয়ে যাওয়ার পর উভয় দেশেই কতিপয় সংশোধনীর পর এই আইন গৃহীত হয়। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান আমলেও এই আইনে কিছু সংশোধন করা হয়, যদিও সেগুলো খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করার পর এ আইনটি বাংলাদেশেও গ্রহণ করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রার কাবারের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ

ব্যাংকের হাতকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে আইনটিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিধি অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করে। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি 'বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ' খোলা হয়েছে। এ বিভাগের প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশ ব্যাংকের ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত এবং এর প্রশাসনের ভার একজন "বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রক"-এর উপর ন্যস্ত। চট্টগ্রাম, খুলনা, বগুড়া ও রাজশাহীতে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগের আলাদা অফিস স্থাপন করা হয়েছে। একজন সহকারী নিয়ন্ত্রক প্রত্যেক অফিসের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিদেশ অর্থ প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

সারসংক্ষেপ:

প্রত্যেক দেশেরই তার আপন মুদ্রা রয়েছে। কিন্তু অপর দেশে সে মুদ্রা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক দেশই তার নিজস্ব মুদ্রা দ্বারা অভ্যন্তরীণ লেনদেনের নিষ্পত্তি করতে পারে কিন্তু বিদেশীদেরকে সে তা গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে না। কোন বিশেষ লোককে চাওয়ামাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেয়ার জন্য কোন ব্যাংক কর্তৃক এর অপর শাখা বা এজেন্টকে যে নির্দেশ দেয়া হয় তাকে ব্যাংক ড্রাফ্ট বলে। দূরবর্তী স্থানে বিশেষ করে বিদেশে অর্থ প্রেরণ করতে বা বিদেশী পাওনাদারদের দেনা শোধ করতে এটি খুবই কার্যকরি এবং সুবিধাজনক। বিনিময় বিলের মাধ্যমে বিদেশে অর্থ প্রেরণ বর্তমানে খুব জনপ্রিয়। কম ঝামেলায় ও স্বল্প খরচে কোন দেনাদার বিদেশী পাওনাদারদের প্রাপ্য পরিশোধ করতে পারে। এক্ষেত্রে দেনাদারকে পাওনাদার কর্তৃক প্রেরিত বিল মেনে নিতে হয়।এটিও প্রায় তারযোগে অর্থ প্রেরণের মত। পার্থক্য এই যে, এখানে ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশ দানের জন্য তার ব্যবহার না করে ডাক ব্যবহার করা হয়। বিদেশী শাখা বা এজেন্টের নিকট ব্যাংক ডাকযোগে পত্রের মাধ্যমে কাকেও অর্থ প্রদান করার নির্দেশ দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কার?
   ক. বৈদেশিক ব্যাংকের খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের
   গ. বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঘ. বিশেষায়িক ব্যাংক

২. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন কে?
   ক. আমদানিকারক খ. রপ্তানিকারক
   গ. জাহাজ কর্তৃপক্ষ ঘ. ব্যাংক

৩. কোনটি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নয়?
   ক. ব্যাংক হার হ্রাস-বৃদ্ধি খ. সিকিউরিটি ক্রয় বিক্রয়
   গ. চুক্তিভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ঘ. নৈতিক প্রচারণা

৪. ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্বটির প্রবক্তা কে?
   ক. জে. এম. কীনস খ. সুইডিশ গুষ্টাভ ক্যাসেল
   গ. পি. স্যামুয়েলসন ঘ. ফ্রান্সিস গুস্তাভ ক্যাসেল

৫. বৈদেশিক বিনিময় বিল তৈরি হয়–
   ক. ২ প্রস্থে খ. ৩ প্রস্থে
   গ. ৪ প্রস্থে ঘ. ৫ প্রস্থে

৬. বিভিন্ন দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে ভাগে ভাগ করা যায়-
ক. ৫ ভাগে খ. ৪ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ২ ভাগে

৭. জাহাজি দলিলের সংখ্যা-
ক. ৮টি খ. ৭টি
গ. ৬টি ঘ. ৫টি

৮. আগামপত্র তৈরি করেন-
ক. আমদানিকারক খ. রপ্তানিকারক
গ. জাহাজ কর্তৃপক্ষ ঘ. ব্যাংক

৯. বহনপত্র তৈরি করেন-
ক. রপ্তানিকারক খ. জাহাজ কর্তৃপক্ষ
গ. আমদানিকারক ঘ. ব্যাংক

১০. প্রভবলেখ তৈরি করেন-
ক. জাহাজ কর্তৃপক্ষ খ. আমদানিকারক
গ. রপ্তানিকারক ঘ. ব্যাংক

১১. রপ্তানিকারক কর্তৃক পণ্যের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে ঘোষণাপত্রকে কী বলে?
ক. প্রভবলেখ খ. জাহাজি দলিল
গ. চালান ঘ. চালানি রশিদ

পাঠ-৮.৩ ফ্যাক্টরিং এবং ফোরফেইটিং
Factoring And Forfeiting

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফ্যাক্টরিং সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- ফ্যাক্টরিং এবং ফোরফেইটিং-এর পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

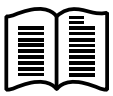

ফ্যাক্টরিং এবং ফোরফেইটিং

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হল একটি ব্যাংক বা ব্যাংক জাতীয় কোন আর্থিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যে রফতানিকারকের অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে উর্পাজন করে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের মূল্য উঠানামার ঝুঁকি কমিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য বিকাশে সহায়তা করে। একজন ফ্যাক্টর কর্তৃক অর্থসংস্থানের কার্যক্রমকেই ফ্যক্টরিং বলে।

ফ্যাক্টরিং কৌশল ঃ রফতানিকারক একজন বৈদেশিক ক্রেতার নিকট থেকে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ বৈদেশিক বিনিময় বিল, প্রাপ্য বিল বা চালানি রশিদ পেলে পণ্য রফতানি করে থাকে। সাধারণত আমদানিকারকের দেশের কোন ব্যাংক আমাদনিকারক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারক পরিশোধ না করলে ব্যাংক নিজে পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

রফতানিকারক এ নিশ্চয়তাপত্র বা বৈদেশিক বিনিময় বিল কিছু দিন পর্যন্ত হাতে রাখার পর নির্ধারিত তারিখে এর মূল্য পেয়ে থাকে। যদি কখনো কোন রফতানিকারক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তার বিলের মূল্য পেতে চায় তাহলে সে তার নিজের দেশের কোন ফ্যাক্টর ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট যায় এবং উক্ত ফ্যাক্টর নির্ধারিত হারে বাট্টার বিনিময়ে রফতানিকারককে তার মূল্য পরিশোধ করে দেয়। এ বাট্টা হল ফ্যাক্টরের আয়। এরপর নির্ধারিত তারিখে আমদানিকারকের কাছ থেকে অথবা আমদানিকারকের ব্যাংকের কাছ থেকে ফ্যাক্টর উক্ত বিলের পূর্ণ মূল্য আদায় করে নেয়। উল্লেখ্য যে, ফ্যাক্টরিং-এর ক্ষেত্রে বিলের আংশিক মূল্য পরিশোধ করা হয় বিধায় বাট্টার হার কম হয়ে থাকে। যদি কখনো কোন আমদানিকারকের ব্যাংক মূল্য পরিশোধে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে International Factoring Association (IFA-এর মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি করা হয়।

ফ্যাক্টরিং এর সুবিধা ঃ ফ্যাক্টরিং প্রতিষ্ঠান একজন রফতানিকারকের জন্য বৈদেশিক ঋণ, বিমাপত্র, দীর্ঘমেয়াদি ব্যাংক ঋণ, স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রভৃতির বিকল্প হিসেবে কাজ করে। এসকল বিষয়গুলো উদ্বর্তপত্রের দায়পার্শ্বে প্রদর্শন করতে হয়। কিন্তু ফ্যাক্টরিং সম্পত্তি পার্শ্বে প্রদর্শন করা হয় এবং রফতানিকারকের দায় এতে কম দেখানো যায়। তাছাড়া এটি ব্যাংক-ঋণ বা বিমাপত্রের চেয়ে কম ব্যয়বহুল।

ফরফ্যাইটিং (Forfeiting) ঃ

ফরফ্যাইটিং (Forfeiting) হল ফরফ্যাইটারের (Forfeiter) কাজ। ফরফ্যাইটার (Forfeiter) হল একটি ব্যাংক বা ব্যাংকের সমগোত্রীয় কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা রফতানিকারকের জন্য মধ্যমমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। ফ্যাক্টরিং-এর মতো ফরফ্যাইটিংও রফতানিকারকের মূল্য অপ্রাপ্তিজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে মূল্য পার্থক্য হল ফ্যাক্টরিং। ফরফ্যাইটিং-এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিলের ঝুঁকি গ্রহণ করা হয়। ফলে ফরফ্যাইটিং-এর বাট্টার হার ফ্যাক্টরিং-এর চেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

উদাহরণ ঃ আলম সাহেব থাইল্যান্ডে আলু রপ্তানিবাবদ ১০ লক্ষ ডলারের একটি বিনিময় বিল পেলেন যা ৫ মাস পর পরিশোধ্য। বিলের মেয়াদ ৩ মাস পূর্ণ হলে তিনি HSBC ব্যাংকে গিয়ে বিলটি ফ্যাক্টরিং করিয়ে বিলের মূল্য নিয়ে আসলেন। এজন্য তাকে ২.৫% ফ্যাক্টরিং চার্জ বা বাট্টা দিতে হয়েছে।

সগির সাহেব ওয়েস্টার্ন মেরিনের ফিন্যান্স ম্যানেজার। তিনি সুইডেনের ওলকা ট্রান্সপোর্টের কাছে একটি ৩০,০০০ টনের জাহাজ বিক্রয় করে ৪৬০ কোটি ডলারের একটি প্রাপ্য বিল পেলেন যা ৬ বছরে পরিশোধ হবে। মি. সগির বিলটি স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকে নিয়ে বাট্টা করিয়ে বিলের পূর্ণমূল্য নিয় এলেন। এর জন্য তাকে ১০% হারে ফরফ্যাইটিং চার্জ প্রদান করতে হয়েছে।

ফ্যাক্টরিং এবং ফোরফেইটিং এর পার্থক্য

Differences between Factoring and Forfeiting

ফ্যাক্টরিং এবং ফোরফেইটিং উভয়ই বৈদেশিক বিনিময়ে প্রাপ্য বিল নগদায়নের এক নতুন ব্যবস্থা। উভয়ের উদ্দেশ্য নগদায়ন হলেও বাস্তবে এদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান।

শিরোনাম	ফ্যাক্টরিং	ফোরফ্যাইটিং
১. পরিমাণ	এক্ষেত্রে প্রাপ্য বিলের একটি অংশ বিক্রয় করা হয়	এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট লেনদেন হতে উদ্ভূত পুরো প্রাপ্য বিল বিক্রয় করা হয়।
২. বাট্টার হার	যেহেতু আংশিক বিল বাট্টা করা হয় সেহেতু বাট্টার হারও নিম্ন হয়ে থাকে।	সম্পূর্ণ বিল বাট্টা করা হয় বিধায় বাট্টা হার বেশি হয়।
৩. সময়	ফ্যাক্টরিং-এ সাধারণত ৯০ দিন বা তার চেয়ে কম সময়ের বিল ক্রয় করা হয়।	ফোরফ্যাইটিং-এর ক্ষেত্রে সাধারণত বিলের মেয়ার ৯০ দিনের বেশি হয়। সাধারণত ২৭০ দিন থেকে ৭ বছর পর্যন্ত মেয়াদি বিল ক্রয় করা হয়।
৪. ঝুঁকি	সময়কম, বাট্টা হার কম, তাই ঝুঁকিও কম।	সময় বেশি, বাট্টা হারও বেশি, তাই ঝুঁকিও বেশি।
৫. পণ্যের ধরণ	সাধারণত পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে উদ্ভূত বিল ফ্যাক্টরিং করা হয়।	সাধারণত মূলধনজাতীয় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে উদ্ভূত বিল ফোরফ্যাইটিং করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ফ্যাক্টরিং এর ফোরফ্যাইটিং এর পার্থক্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

রফতানিকারক একজন বৈদেশিক ক্রেতার নিকট থেকে অর্থ প্রাপ্তির নিশ্চয়তাস্বরূপ বৈদেশিক বিনিময় বিল, প্রাপ্য বিল বা চালানি রশিদ পেলে পণ্য রফতানি করে থাকে। সাধারণত আমদানিকারকের দেশের কোন ব্যাংক আমাদনিকারক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয় এবং আমদানিকারক পরিশোধ না করলে ব্যাংক নিজে পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফরফ্যাইটিং হল ফরফ্যাইটারের কাজ। ফরফ্যাইটার হল একটি ব্যাংক বা ব্যাংকের সমগোত্রীয় কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা রফতানিকারকের জন্য মধ্যমমেয়াদি অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. Hedging বলতে বোঝায়-

ক. প্রচন্ড দর কষাকষি করা
খ. পণ্য ক্রয়ের বায়না
গ. ভবিষ্যৎ ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ
ঘ. এক ধরনের জাহাজি দলিল

পাঠ-৮.৪ বৈদেশিক বিনিময় পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৈদেশিক বিনিময় পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উপর আলোকপাত করতে পারবেন।

বৈদেশিক বিনিময় পদ্ধতি

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে?

কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলে। বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ সম্পূর্ণরূপে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার নামই বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ। রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কারণ বৈদেশিক বিনিময়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ না করলে দেশের সাধারণ নাগরিকগণ বৈদেশিক মুদ্রা স্বাধীনভাবে বেচাকেনা করতে পারে। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হলে জনসাধারণ খোলাখুলিভাবে বৈদেশিক মুদ্রার কারবার করতে পারে না। বৈদেশিক মুদ্রার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা হয়।

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের মুখ্য উদ্দেশ্যাবলি নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. অধিকাংশ দেশেই বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো রপ্তানী উৎসাহিত করা এবং আমদানী নিরুৎসাহিত করা। দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য কম রাখা হলে বিশ্ব বাজারে দেশজ পণ্যের মূল্য হ্রাস পায় এবং একই সঙ্গে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে রপ্তানী বাণিজ্যে উৎসাহ বৃদ্ধি পায় এবং আমদানী বাণিজ্যে নিরুৎসাহের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে একটি পণ্যের দাম ৩০০ টাকা। বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিনিময় হার ১ পাউন্ড=৩০ টাকা। সুতরাং পাউন্ড-স্টার্লিং হিসাবে পণ্যটির মূল্য ১০ পাউন্ড। যদি বিনিময় হার ১ পাউন্ড=৪০ টাকা করা হয় তবে একই পণ্যের মূল্য হবে ৭.৫০ পাউন্ড অথচ আভ্যন্তরীণ মূল্য ৩০০ টাকাই থেকে যাবে। একই সময়ে ১০ পাউন্ড মূল্যের একটি পণ্যের দাম ৪০০ টাকায় বৃদ্ধি পাবে। ফলে ইংল্যান্ডবাসীদের দৃষ্টিকোণ হতে মূল্য হ্রাস পেল এবং বাংলাদেশীদের দৃষ্টিকোণ হতে মূল্য বৃদ্ধি পেল।

২. মূলধন রপ্তানী প্রতিহত করা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আরও একটি উদ্দেশ্য। মূলধন রপ্তানী সংক্রান্ত কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য নাগরিকদের অনুমতি দেয়া হয় না। বিদেশীদেরকেও তাদের সম্পদ প্রত্যাহার করে নেয়ার জন্য সুযোগ দেয়া হয় না। স্বর্ণের পাচার নিয়ন্ত্রণ ও দেশের স্বর্ণ-সম্পদ সংরক্ষণ করাও বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য।

৩. বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বিনিময় হারে সাময়িক স্থিতিশীলতা আনা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের তৃতীয় উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে বিনিময় হারের স্বল্পমেয়াদী স্থিতিশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বিভিন্ন দেশ সাময়িকভাবে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে।

৪. কতিপয় বৈদেশিক মুদ্রার সাথে স্থিতিশীল সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কোন দেশের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকলে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, পাউন্ড-

স্টালিং-এর সাথে বাংলাদেশী টাকার সম্পর্ক খুব শক্তিশালী হলে কোন কারণে স্টালিং-এর অবমূল্যায়ন ঘটলে টাকার অবমূল্যায়নও অনিবার্য হয়ে পড়বে।

৫. বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষিত রাখা এবং তা আন্তর্জাতিক দেনা পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বর্তমানে যে অর্থনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছে তাতে এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, মূলধন জাতীয় পণ্য যথা মেশিনারী আমদানী করার জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। যেসব দেশ হতে ঋণ গ্রহণ করা হয় সেসব দেশের ঋণের আসল টাকা সুদ সমেত পরিশোধ করার জন্যও বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা দরকার।

৬. যুদ্ধের সময় শত্রু দেশ ও এর অনুগত অন্যান্য জাতির ক্রয় ক্ষমতার ব্যবহার সীমিত করার জন্যও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিভিন্ন দেশ কর্তৃক গৃহীত বিনিময় নিয়ন্ত্রণ কলা-কৌশলসমূহের উল্লেখ করা যায়।

৭. আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে সঠিক সংহতি বিধানের মাধ্যমে প্রতিকূল আন্তর্জাতিক লেনদেনের উদ্বৃত্ত অনুকূলে আনয়ন করা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আরও একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

৮. দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করার জন্যও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৯. বৈদেশিক বিনিময়ের আরও একটি উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক বাজারে দর কষাকষির শক্তি বৃদ্ধি করা।

বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি

১. **সরকারি হস্তক্ষেপ ঃ** কাম্য পর্যায়ে বিনিময় হার উন্নীত বা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সরকার বিনিময় বাজারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং স্বয়ং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করে। সরকার যে কোন পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা বাজার হতে ক্রয় করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং এর বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করবে। ফলে কৃত্রিম উপায়ে কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মুদ্রাস্ফীতির দরুন দেশীয় মুদ্রার অভ্যন্তরীণ মূল্যের অবচয় হলো। আন্তর্জাতিক লেনদেন অবিঘ্নিত রাখার উদ্দেশ্যে সরকার মুদ্রার বাহ্যিক মূল্য উচ্চ রাখবার জন্য মনস্থ করল। বিনিময় বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করে তা করা যায়। বিনিময় বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বহুল পরিমাণে দেশীয় মুদ্রা ক্রয় করলেও দেশীয় মুদ্রার সরবরাহ হ্রাস পাবে। পক্ষান্তরে, কোন দেশ মুদ্রার বিনিময় মূল্য নির্দিষ্ট করতে চাইলে বিনিময় বাজারে দেশীয় মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করে তা করতে পারে।

২. **বিনিময় সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ আরোপঃ ঃ** যে বৈদেশিক মুদ্রায় সরকারের স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত, সরকার বিবিধ প্রকার বিধি-নিষেধ আরোপ করে সে মুদ্রার বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহ প্রভাবান্বিত করে। এসব বিধি-নিষেধের পদ্ধতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

৩. **পরিশোধ চুক্তি ঃ** পরিশোধ চুক্তি অনুসারে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে পারস্পরিক দেনা পরিশোধ করা হয়। দুই দেশের মধ্যে যে ব্যবসায় চলে তা হতে উদ্ভূত দেনা পরিশোধ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের হাতে তুলে নেয়। ব্যবসায়ীরা সরকারি আর্থিক নিয়ন্ত্রণাধীনে ব্যবসা করতে পারে কিন্তু বৈদেশিক দেনা প্রত্যক্ষভাবে পরিশোধ করতে পারে না।

৪. **লেনদেন চুক্তি ঃ** যে দুই দেশের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য হয় তাদের মধ্যে কোনরূপ লেনদেন চুক্তি থাকলে এক দেশের নিকট প্রাপ্য উদ্বৃত্ত অন্য দেশে স্বর্ণ বা গ্রহণযোগ্য তৃতীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হয়।

৫. **ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ ঃ** সরকার আমদানী রপ্তানী ক্ষেত্রে লাইসেন্স ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এরূপ ব্যবস্থার অধীনে শুধুমাত্র লাইসেন্সধারী ডিলারগণ বিদেশে মাল রপ্তানী করতে পারবে এবং উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সরকারি তহবিলে জমা হবে। রপ্তানীকারকদেরকে তাদের দ্রব্যের মূল্য দেশী মুদ্রায় প্রদান করা হবে।

অনুরূপভাবে লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীরা সরকারের অনুমতিক্রমে নির্দিষ্ট কতগুলো দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানী করতে পারবে। এভাবে বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর।

৬. **স্থবির চুক্তি ঃ** এরূপ চুক্তি মোতাবেক সাধারণতঃ স্বল্প মেয়াদী ঋণকে দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণে রূপান্তরিত করা হয় অথবা স্বল্পমেয়াদী ঋণ পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করা হয়।

৭. **আবদ্ধ হিসাব ঃ** বিদেশীদেরকে তাদের প্রাপ্য অর্থ মরেটরিয়াম পিরিয়ড শেষ হওয়ার পূর্বে অথবা মরেটরিয়াম প্রত্যাহার করার পূর্বে নিজ দেশে হস্তান্তর করার জন্য অনুমতি দেয়া হয় না। একটি আবদ্ধ হিসাবে (সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে) তাদের প্রাপ্য অর্থ জমা রাখা হয়। এ হিসাব হতে বিদেশীরা অর্থ তুলে নিতে পারে না। এ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দেশের বাইরে অর্থ স্থানান্তরের ফলে উদ্ভূত বিনিময় হারের উপর অনাকাঙ্খিত প্রতিক্রিয়া দূরীভূত করা এবং বৈদেশিক দেনার উপর সুদের ভার লাঘব করা।

শিক্ষার্থীর কাজ

সারসংক্ষেপঃ

কোন দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাকে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলে। বৈদেশিক বিনিময় সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ সম্পূর্ণরূপে সরকারি বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার নামই বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ। বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে বিনিময় হারে সাময়িক স্থিতিশীলতা আনা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের তৃতীয় উদ্দেশ্য। কাম্য পর্যায়ে বিনিময় হার উন্নীত বা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সরকার বিনিময় বাজারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং স্বয়ং বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করে। সরকার যেকোন পরিমাণ দেশীয় মুদ্রা বাজার হতে ক্রয় করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং এর বিনিময়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করবে। ফলে কৃত্রিম উপায়ে কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক মুদ্রার বর্তমান চাহিদা ও সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কাঁচা রশিদ তৈরি করেন-
   ক. জাহাজের ক্যাপ্টেন — খ. আমদানিকারক
   গ. জাহাজ কর্তৃপক্ষ — ঘ. ডক কর্তৃপক্ষ

২. Dock Warrant কে তৈরি করেন?
   ক. বন্দর কর্তৃপক্ষ — খ. শুল্ক কর্তৃপক্ষ
   গ. জাহাজ কর্তৃপক্ষ — ঘ. ব্যাংক

৩. T.T বলতে বোঝায়-
   ক. Travellers toor — খ. Telephone transfer
   গ. Telegraphic transfer — ঘ. Telephone talk.

৪. ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে M.T অর্থ-
   ক. Mail transfer — খ. Money transfer
   গ. Mass transfer — ঘ. Method transfer

৫. বিদেশে অর্থ প্রেরণের উপায় কোনটি?
ক. হন্ডি খ. চেক
গ. আই. এম. ও ঘ. ব্যাংক

৬. কোনটি বিনিময় হার ওঠানামার কারণ বলে বিবেচ্য নয়?
ক. মুদ্রা সরবরাহ খ. সরকারী নীতি
গ. আমদানি রপ্তানির পরিমাণ ঘ. অভ্যন্তরীণ মূলধন সরবরাহ

৭. যদি ব্যাংক হার বৃদ্ধি পায় তাহলে অর্থ সরবরাহ-
ক.হ্রাসপায় খ. বৃদ্ধিপায়
গ. অপরিবর্তিত থাকে ঘ. উঠানামা করে

৮. কোনটি বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য?
ক. বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখা খ. আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধি
গ. বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ ঘ. লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখা

৯. Hedging বলতে বোঝায়-
ক. প্রচন্ড দর কষাকষি করা খ. পণ্য ক্রয়ের বায়না
গ. ভবিষ্যৎ ঝুঁকি হ্রাসের পদক্ষেপ ঘ. এক ধরনের জাহাজি দলিল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বলতে কি বুঝায়? বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

২. বৈদেশিক বিনিময় বলতে কি বুঝায়? বিনিময় বিলের সাহায্যে কিভাবে আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করা হয়?

৩. বৈদেশিক বিনিময় বলতে কি বুঝায়? দুইটি দেশের মধ্যে বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারিত হয়?

৪. বৈদেশিক বিনিময় বলতে কি বুঝায়? বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করুন।

৫. বৈদেশিক বিনিময় বলতে কি বুঝায়? বিভিন্ন প্রকার বিনিময় হারের বর্ণনা দিন।

৬. বৈদেশিক বিনিময় বলতে কি বুঝায়? কিভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়?

৭. বৈদেশিক বিনিময় বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৮. বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলতে কি বুঝায়? ব্যাংকের সাহায্যে বিদেশে অর্থ প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৯. কিভাবে যশোরের একজন আমদানীকারক তার লন্ডনস্থ একজন রপ্তানীকারকের অর্থ পরিশোধ করতে পারে বর্ণনা করুন।

১০. লন্ডনস্থ এলেন এন্ড কোং-র কাছে আপনার ১০,০০০ টাকা দেনা আছে। এলেন এন্ড কোং সিঙ্গাপুরস্থ লীউং এন্ড সন্স-এর কাছে ৫০০ পাউন্ড ধারে। লীউং এন্ড সন্সের সাথে আপনার ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। এলেন এন্ড কোং আপনাকে অনুরোধ করল উক্ত ৫০০ পাউন্ড লীউং এন্ড সন্সকে পরিশোধ করতে। কিভাবে এই পরিশোধ আপনি করবেন তা বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিন।

১১. বিনিময় হার বলতে কি বুঝেন? বিনিময় হারের তারতম্যের কারণসমূহ আলোচনা করুন।

১২. বিনিময় হার বলতে কি বুঝেন? বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণসমূহ বর্ণনা করুন।

১৩. বিনিময় হার বলতে কি বুঝেন? বাংলাদেশ হতে বিদেশে অর্থ প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।

১৪. (ক) বৈদেশিক বিনিময় কি?
(খ) বৈদেশিক বিনিময় হারের উঠা-নামার কারণগুলো বর্ণনা করুন।

১৫. বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে? বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?
১৬. বৈদেশিক বিনিময় বলিতে কি বুঝায়?
১৭. বিনিময় হার বলতে কি বুঝেন?
১৮. বৈদেশিক দেনা পরিশোধের পদ্ধতিগুলো কি কি?
১৯. বৈদেশিক বিনিময় হার পরিবর্তনের কারণগুলো কি কি?
২০. বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?
২১. বৈদেশিক বিনিময় কাকে বলে?
২২. বৈদেশিক বিনিময় হার কাকে বলে?
২৩. বিদেশে অর্থ প্রেরণের প্রধান প্রধান পদ্ধতিগুলো কি কি?

রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. বৈদেশিক বিনিময় হার কাকে বলে? বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।
২. বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি বর্ণনা করুন।
৩. বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্নাবলি

১. জনাব ইব্রাহিম চায়না এবং ইউরোপের সাথে পণ্য বিনিময় করেন এবং ডলারের মাধ্যমে পণ্য আমদানি করেন। LC খোলার সময় ডলারের দাম ছিল ৭৫ টাকা কিন্তু USA-এর নির্বাচনের পরে বিশ্বব্যাপি ডলারের দাম বেড়ে যায়। এতে তিনি বেশ সমস্যায় পড়েন।
ক. প্রত্যয়পত্রে কয়টি পক্ষ জড়িত থকে?
খ. স্বর্ণমান পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?
গ. ডলারের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় জনাব ইব্রাহিম সমস্যায় পড়লেন কেন? ব্যাখা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

২. বিগত আর্থিক বছরের তুলনায় এ বছর মোট রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তথাপি মার্কিন ডলারের মূল্য সূচকে উর্ধ্বগতি হয়, যা নিচে প্রদর্শিত হলো-

মার্কিন ডলারের মূল্য (টাকায়)

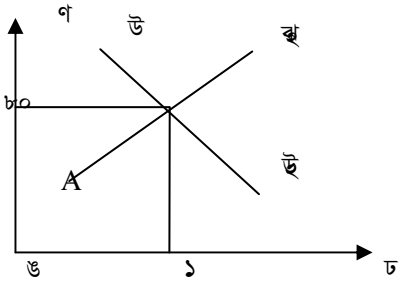

মার্কিন ডলারের মূল্য (টাকায়)

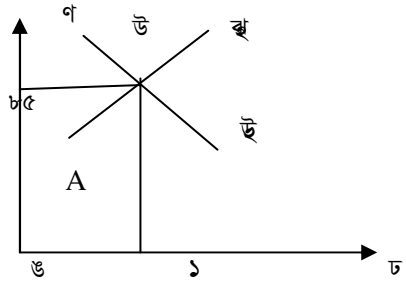

ক. বৈদেশিক বিনিময় কী?
খ. ঘূর্ণায়মান প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝেন?
গ. চিত্র কোন পদ্ধতিতে বিনিময় হার নির্ধারণ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মার্কিন ডলারের মূল্য পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণ ব্যাখ্যা করুন।

৩. মি. সায়ান বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত বলে প্রায়ই বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় করতে হয়। ২০০৯ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে দীর্ঘ ৫ বছরের জন্য স্থিতিশীল সরকার ক্ষমতায় এলে ডলারের দাম কমে যায়। আবার আরব বসন্তের বিপ্লবে লিবিয়ার সরকার পতন ঘটলে সায়ান বেশি দামে ডলার কিনতে বাধ্য হলা–
ক. IMF-এর পূর্ণ রূপ কী?
খ. মূলধন প্রবাহের সাথে বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধি পায় কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ. ২০০৯ সালে নির্বাচনের পর সায়ান কী কম দামে ডলার কিনতে পেরেছিল? বর্ণনা করুন।
ঘ. আরব বসন্তের জন্য সায়ানকে বেশি দামে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে হয়েছিল- উক্তিটি যৌক্তিকতা বিচার করুন।

৪. মি. আসিফ বিদেশ থেকে পণ কিনে এনে দেশে বিক্রয় করেন। চীনের ব্যবসায়ী মি. ইউকি একটি দলিল তৈরি করে ব্যাংকের মাধ্যমে বাংলাদেশে মি. আসিফের নিকট পাঠান। কি. আসিফ দলিলে স্বীকৃতি দিয়ে দলিলটি মি. ইউঝির নিকট ফেরত দেন। মি. ইউঝি দলিলটি বৈদেশিক বিনিময় বাজারে বিক্রয় করে কিংবা ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পেতে পারেন।
ক. বৈদেশিক বিনিময় হার কী?
খ. ডাকযোগে অর্থ প্রেরণ, তারযোগের অর্থ প্রেরণ থেকে পৃথক কেন?
গ. মি. আসিফের কাছে পাঠানো দলিলটির নাম কী? বর্ণনা করুন।
ঘ. মি. আসিফ দলিলটির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের কোন কাজটি সম্পন্ন করেছেন বলে আপনি মনে করেন? মতামত দিন।

৫. মি. আশরাফ বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের ইতালিতে লোম্বার্ডি লিমিটেডের কাছে গার্মেন্টসের পণ্য রপ্তানি করে। লোম্বার্ডি লিমিটেড মি. আশরাফের পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য ডাকযোগে পাঠায়। এতে খুব সহজেই মি আশরাফ তার পণ্যের মূল্য বুঝে পায় কিন্তু এতে অনেক সময় লাগে। তাই মি. আশরাফ পরবর্তীতে যেন দ্রুত অর্থ পায় সেজন্য লোম্বার্ডি লিমিটেডকে অনুরোধ জানায়।
ক. বিদেশে অর্থ প্রেরণ কী?
খ. ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্বের অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।
গ. মি. আশরাফকে পণ্যের মূল্য পরিশোধে লোম্বার্ডি লিমিটেড কোন পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? বর্ণনা করুন।
ঘ. মি. আশরাফকে অর্থ দ্রুত হস্তান্তরের জন্য লোম্বার্ডি লিমিটেড কী ব্যবস্থা নিতে পারে বলে আপনি মনে করেন।

৬. হাবিব এন্ড কোং পোশাক রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি সিঙ্গাপুরে পোশাক রপ্তানির জন্য একটি প্রত্যয়পত্র পেয়েছে। এজন্য হাবিব এন্ড কোং কে সিঙ্গাপুর থেকে বোতাম আমদানি করতে হবে। কিন্তু প্রত্যয়পত্রের জন্য ব্যাংক জামানত চায়। কিন্তু হাবিবের জামানতের জন্য কোনো সম্পত্তি নেই। তবে বোতাম আমদানি করা তার জন্য খুবই জরুরি।
ক. ভ্রমণকারীর চেক কোন ধরনের দলিলি ঋণ?
খ. ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র বলতে কী বোঝেন?
গ. হাবিব এন্ড কোং এর মতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রত্যয়পত্র জরুরি কেন? বর্ণনা করুন।
ঘ. জামানত ছাড়া হাবিব এন্ড কোং কীভাবে বোতাম আমদানির জন্য প্রত্যয়পত্র খুলতে পারবে। আপনার মতামত দিন।

৭. ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই এ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের ঋণের দলিল ইস্যু করে। ব্যাংকটি তার গ্রাহক রোহানের পক্ষে বিনিময় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং মেয়াদ পূর্তিতে মূল্য পরিশোধের আশ্বাস দেন। এক মাস শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা বাতিল করবে না। অপর গ্রাহক বোরহানের বিলের পক্ষে সাধারণভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে এবং যেকোনো সময় তা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা রাখে।
ক. প্রত্যয়পত্রে কয়টি পক্ষ জড়িত থাকে?

খ. জামানতি সম্পদের স্বত্ব বিবেচনা করা হয় কেন?
গ. গ্রাহক রোহানের পক্ষে ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়পত্রটি কোন ধরনের? বর্ণনা করুন।
ঘ. ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক ইস্যুকৃত গ্রাহক রোহান ও রোহানের প্রত্যয়পত্র দ্বয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন।

৮. রাফিন চীন থেকে দুই কোটি টাকার অটোমোবাইলের যন্ত্রাংশ আমদানি করতে চায়। চীনের একটি প্রতিষ্ঠান ফু-ওয়াং রাফিনকে দুই কোটি টাকার একটি প্রত্যয়পত্র পাঠিয়ে দিতে বলে। রাফিন নীরব ব্যাংকে দুই কোটি টাকার একটি প্রত্যয় পত্র খুলে ফু-ওয়াংকের বরাবর পাঠিয়ে দেয়। ফু-ওয়াং প্রত্যয়পত্র পেয়ে পণ্য পাঠিয়ে দেয় এবং একটি ব্যাংকে প্রত্যয়পত্র জমা দিয়ে টাকা উত্তোলন করে।
ক. মেয়াদি বিনিময় হার কী?
খ. তারযোগে অর্থ প্রেরণ ব্যাখ্যা করুন।
গ. রাফিন কোন ধরনের প্রত্যয়পত্র ব্যবহার করে তা বর্ণনা করুন।
ঘ. অর্থ সংগ্রহের জন্য ফু-ওয়াং উক্ত পদ্ধতিতে প্রাধান্য দেয়ার যৌক্তিকতা যাচাই করুন।

৯. ভ্রমণ পিপাসু জনাব গোলাপ আল রাজী প্রায়ই বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে যান। তিনি জানেন বিদেশে অর্থ প্রেরণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে ভ্রমণকারীর প্রত্যয়পত্র ও ভ্রমণকারীর চেক অধিক ব্যবহৃত হয়। তিনি অত্যন্ত সহজ ও অধিক নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহারে আগ্রহী। আবার তার বড় ভাই গোলাম সরোয়ার এ বছর হজ্ব পালনে আগ্রহী। তবে সবকিছু ঠিক থাকলে আল্লাহর রহমতে তিনি হজ্ব পালনে পবিত্র ভুমি মক্কা মদিনা যাবেন।
ক. আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার কী?
খ. অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি হিসেবে ব্যক্তিগত চেক সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিন।
গ. সহজ ও নিরাপদে অর্থ প্রেরণের জন্য গোলাম-আল রাজী কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন? বর্ণনা করুন।
ঘ. হজ্ব যাত্রী হিসেবে জনাব গোলাম সরোয়ারের জন্য অর্থ প্রেরণের কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা উপযুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ :	১.গ	২.ক	৩.খ	৪.ক	৫.খ	৬.গ	৭.ঘ	৮.গ	৯.খ	১০.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ :	১.গ	২.খ	৩.খ	৪.গ	৫.খ	৬.গ	৭.ঘ	৮.গ	৯.ক	১০.খ
	১১.গ									
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ :	১.গ									
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ :	১.ক	২.গ	৩.ক	৪.গ	৫.ঘ	৬.ক	৭.গ	৮.ঘ	৯.ক	